بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১শে আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযের পর রীতিমত বার্ষিক জলসা আরম্ভ হবে অর্থাৎ জলসার সূচী অনুযায়ী প্রথম যে অধিবেশন হয়ে থাকে তা শুরু হবে কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, জুমুআরও একটি গুরুত্ব রয়েছে। এই গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের যথাযথভাবে জুমুআ পড়ার চেষ্টা করা উচিত। একই সাথে আজ জলসার কারণে যথাযথভাবে জুমুআ পড়া বা যথাযথ চেতনার সাথে জুমুআ আদায়কালে যেসব দোয়া করবেন তাতে জলসা আশিসমন্ডিত হওয়ার জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন।

জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, বিভিন্ন দিনের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হলো জুমুআর দিন। এদিনে আমার প্রতি অনেক বেশি দরূদ পাঠ কর কেননা এই দিনে তোমাদের এই দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, এই দিনে এমন একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত আসে যখন মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করতঃ যে দোয়াই করে তা কবুল করা হয়। তিনি (সা.) আরও বলেন, এই সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অতএব এহলো জুমুআর গুরুত্ব। আর আজকের ইবাদত এবং খুতবা শোনার সময় যা ইবাদতের অংশ; এতে যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া অর্থাৎ দরূদ পাঠ করি আর প্রণিধানের সাথে পাঠ করি। যদি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন পুনরাবৃত্ত করি আর যদি এই চেতনা ও উপলব্ধি নিয়ে পাঠ করি যে, হে আল্লাহ্! মহানবী (সা.)-এর যিকির বা স্মরণকে উন্নত করে, তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর বাণী ও শিক্ষাকে সাফল্য ও বিজয় দান করে, তাঁর আনীত শরীয়তকে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করে এর মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রমাণিত করে দাও আর আমাদেরকে এর প্রচারে সাহায্যকারী হওয়ার তৌফিক দান করে তাঁর উম্মতের জন্য নির্ধারিত পুরস্কাররাজির ভাগী কর। আর আমরা যখন আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন বলি তখন তা যেন এই চিন্তা-চেতনার সাথে বলি যে, হে আল্লাহ্! সেই সাথে আমরা এই দোয়াও করি, তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য যে সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং মহিমা নির্ধারিত করে রেখেছ তা প্রতিষ্ঠা করে শত্রুদের ব্যর্থ ও পরাজিত করে আমাদেরও তা দেখার এবং তার অংশ হওয়ার তৌফিক দান কর যেন আমরাও সেই দৃশ্য সফলভাবে দেখতে পাই। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কৃত সকল ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা যেন শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্তায়। আর আজ যদি আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে এই দোয়া করতে থাকি তাহলে এটি এমন

এক দোয়া যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিশ্চিতরূপে স্নেহ এবং গ্রহণীয়তার মর্যাদা পায় এবং এর প্রতি স্নেহ ও গ্রহণীয়তার দৃষ্টিপাত করা হয়। আর আমরা এর গ্রহণীয়তার কল্যাণও লাভ করে থাকি, এরপর এর চলমান কল্যাণধারা থেকে অংশীদারও হতে থাকি। তাঁর (সা.) কাছে তাঁর মান্যকারীদের এই দোয়া যখন উপস্থাপন করা হয়, যখন দরূদ তাঁর সামনে পেশ করা হয় তখন তাঁর (সা.) দোয়ার কল্যাণও আমাদের লাভ হয়। আর এভাবে বরকত বা কল্যাণের এক ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়। আমাদের জলসা সমূহের একটি বড় উদ্দেশ্যও এটি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। আর বয়আতের উদ্দেশ্যও তিনি (আ.) এটিই আখ্যা দিয়েছেন যে, আমাদের সম্মানিত প্রভু ও রসূলে মকবুল (সা.)-এর ভালোবাসা যেন আমাদের হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে আর এই ভালোবাসা হৃদয়ে তখনই প্রাধান্য লাভ করতে পারে যখন আমরা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করি আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। এরপর নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকেও মহানবী (সা.)-এর সেই আদর্শের অধীনস্ত করুন এবং করার চেষ্টা করুন যা তিনি (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর (সা.) ভালোবাসার সুবাদে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ এবং তাঁর অনুসরণ আবার আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জনকারীর মর্যাদা দেবে।

অতএব প্রত্যেকের জুমুআ চলাকালে এবং জুমুআর পরে বিশেষ করে আর বাকী দুই দিনও বিশেষ মনোযোগের সাথে দরূদ এবং যিকরে ইলাহিতে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর কৃপা করতঃ আমাদের বিরোধীদের সব ষড়যন্ত্রকে তাদের ওপর বর্তান। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শে হুকুকুল ইবাদের সুমহান দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই। আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন তা নিজ জীবনেও বাস্তবায়ন করতে পারি।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা পরস্পর প্রেম, ভালোবাসা এবং দয়ার প্রেরণায় সমৃদ্ধ জীবন অতিবাহিত করেন। আর এ ক্ষেত্রেও আমরা মহানবী (সা.)-এর যে আদর্শ দেখতে পাই আর আল্লাহ্ তা'লাও যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাহলো, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ অর্থাৎ তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া তাঁরও কষ্টের কারণ হয়। অতএব মু'মিনদের জন্য তাঁর (সা.) হৃদয়ে যে ভালোবাসা ছিল তাহলো, তাদের কোন কষ্ট হোক তাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মু'মিনদের সামান্য কষ্টও তাঁকে (সা.) বিচলিত করে তুলত। অতএব এহলো সেই মহান আদর্শ যা আমাদের সামনে রাখা হয়েছে যে, তোমাদের পরস্পরের কষ্ট যেন তোমাদের বিচলিত করে তোলে, এটি তখনই সম্ভব যদি প্রকৃত অর্থে পরস্পরের জন্য দয়া এবং ভালোবাসার প্রেরণা থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে একটি উদ্দেশ্য এটিও বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের সদস্যদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। আর এটি তখনই দৃঢ় হয় যখন নিঃস্বার্থ হয়ে একে অপরের জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করে, একে অপরের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। প্রাথমিক জলসা সমূহে যখন পর্যন্ত তরবীয়তের সেই মান অর্জিত হয়নি যা হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আর ত্যাগের সেই স্পৃহাও ছিল না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাসগত দিক থেকে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার আর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সেই মান কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তিনি (আ.) যখন এসব অভিযোগ শোনেন যে, জলসায় একে অপরের প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি আর প্রত্যেকে বা কতিপয় ব্যক্তি নিজের আরামকে অপরের আরামের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে এ কারণে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন আর এই অসন্তুষ্টির কারণে পরবর্তী বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি (আ.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, **"আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের ঈমান আদৌ সঠিক ঈমান গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নিজ ভাইয়ের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে যথাসাধ্য প্রাধান্য না দিবে।"**

অতএব জামাতের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা এবং প্রেম-প্রীতি দেখার ক্ষেত্রে এই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আন্তরিক উচ্ছাস। তিনি এই জন্য ব্যাকুল হয়ে যান যে, আমার মান্যকারীরা কেন পরস্পরের দুঃখ-বেদনার প্রতি সংবেদনশীল নয়। অতএব জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে বা আল্লাহ্ এবং রসূলের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হতে হবে সেখানে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা এবং প্রেরণায়ও দৃঢ় হওয়া চাই। নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করতে হবে। জলসার উদ্দেশ্য এবং জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে যা সৃষ্টি হবে বা হওয়া উচিত তার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"যথাসাধ্য জামাতের বন্ধুদের শুধুমাত্র খোদার খাতিরে ঐশী বা ইলাহী কথাবার্তা শোনার জন্য এবং দোয়ায় যোগ দেয়ার জন্য এই তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। আর এই জলসায় তথ্য এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শোনানোর ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান, বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ় করার জন্য আবশ্যক। একইভাবে সেসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া করা হবে এবং বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে এবং দয়ালু খোদার দরবারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং নিজের জন্য তাদের গ্রহণ করেন আর তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। আর এই জলসার একটি স্থায়ী কল্যাণ হলো এই যে, চলতি বছরে যত নতুন ভাই জামাতভুক্ত হবে তারা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে পূর্ববর্তী ভাইদের চেহারা দেখবে আর এভাবে পরস্পরকে চেনার সুবাদে তাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং পরিচিতি আরও দৃঢ় হবে। সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং তাদের মধ্যকার শুষ্কতা, অপরিচিতি ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে দোয়া ও চেষ্টা করা হবে । আর এই ধর্মীয় জলসার আরো বেশ কিছু আধ্যাত্মিক উপকারীতা এবং কল্যাণ রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন সময় প্রকাশ পেতে থাকবে।"

অতএব আমাদের সবার যথাসাধ্য এসব বিষয় দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, এই দিনগুলোতে জলসার কি উদ্দেশ্য আমাদের অর্জন করতে হবে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে অন্যত্র বলেছেন, **"এই জলসাকে জাগতিক মেলার মতো মনে করো না"**। এই উদ্ধৃতি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এই দিনগুলোতে আমাদের মনোযোগ ধর্মীয় কথাবার্তা শোনার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পারস্পরিক বৈঠকে বা খোশগল্পে বা অহেতুক কথাবার্তায় নিজেদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর বেশির ভাগ সময় বাজারেও নষ্ট করা উচিত নয়। কিছুক্ষণের জন্য যদি যেতে চান যেতে পারেন। কিন্তু অনেকের অভ্যাস হলো, তারা সবসময় বাইরেই ঘোরাফেরা করে এবং বৃথা কথাবার্তায় রত থাকে। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের চেষ্টা করা উচিত, জলসার অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরবর্তীতে হয়ে থাকে অর্থাৎ জলসার যে, মূল অধিবেশন রয়েছে সেগুলো ছাড়া আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। জলসার অনুষ্ঠান ছাড়া বাকি যে সময় বাঁচে সেই সময় ধর্মীয় কথা-বার্তায় বা যিকরে ইলাহিতে সময় অতিবাহিত করুন বা অন্যান্য যে প্রোগ্রাম থাকে সেগুলো দেখুন। যেমন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে বা বাজারে সময় নষ্ট না করে জামাতীভাবে কিছু এমন ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে যা দেখলে মানুষের ঈমান দৃঢ় হয়। যেমন মাখযানে তাসাভীর-এর অধীনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি জামাতের ইতিহাসও বটে, তা দেখুন। আর ঐশী কৃপারাজিকে স্মরণ করুন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-এর কথা এবং তাঁকে (আ.) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন এবং জামাতের পরিচিতি ও জামাতের তবলীগ কীভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে! এছাড়া সেখানে আহমদী শহীদদের ছবিও আছে। সেগুলো দেখে তাদের পদমর্যাদার উন্নতি এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং শহীদদের পরিবার-পরিজনের জন্য এবং জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র জামাতকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন।

এছাড়া ইশায়াত বিভাগের পক্ষ থেকে একটি স্টল খোলা হয়, তাদেরও একটি তাবু রয়েছে। সেখানে গিয়ে এ বছর যেসব বই ছাপানো হয়েছে সেগুলো দেখুন। যারা ক্রয় করতে পারেন তারা ক্রয় করুন। পূর্বের বই-পুস্তক যাদের কাছে নেই তারা সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করুন। রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্সও এ বছর তাদের যে স্টল থাকে এর পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র কাফন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যও এবার সেখানে রয়েছে। সেটিও দেখুন এবং এগুলো দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার ব্যাপারে নিজেদের ঈমান আরও সুদৃঢ় করুন। অনুরূপভাবে জলসার প্রধান অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেগুলো থেকেও যারা পারে তাদের যথাসাধ্য লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জলসার প্রধান অনুষ্ঠান মালার পর পরস্পর পরিচিত হওয়ার জন্য একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করুন। জলসার পর অনেক নবাগত আহমদী এই কথা বলে থাকেন যে, আমাদের ভাষা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা যখন বিভিন্ন

জাতি-গোষ্ঠিভুক্ত আহমদীদের সাথে সাক্ষাত করি তখন তাদের ইশারার ভাষায় যে প্রেম এবং ভালোবাসার উচ্ছাস সৃষ্টি হয় তা এমন যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে একথা বলেছেন যে, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং পরিচিতির বন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ় হওয় আর আধ্যাত্মিকভাবে সব ভাই এক দেহের মত হয়ে যাওয়া আর শুষ্কতা, অচেনাভাব এবং কপটতা দূরীভূত করার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে এর জন্য দোয়াও যদি করা হয় তাহলে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক বন্ধন রচনার এই চেষ্টা এবং পরস্পরের জন্য দোয়া এমন একটি পরিবেশ উপহার দেয় যার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আমাদের জলসা সমূহেই দেখা যায়।

অতএব প্রত্যেকের এই সম্পর্ক বন্ধন এবং পরিচিতি অর্জন করার এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত এবং তা কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে প্রত্যেকের এই চেষ্টা এবং দোয়াও করা উচিত, সেসব আধ্যাত্মিক কল্যাণ যার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাধারণভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে, আরো অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের উদগ্র বাসনা ছিল, আমার মান্যকারীরা এসব আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত হোক; আমরা সেসব বাসনার কথা অনুমান করতে পারি আর না-ইবা পারি আমরা সেসব আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি হতে যেন অংশ পাই। এই দোয়াও আমাদের করা উচিত এবং এর জন্য চেষ্টাও করা উচিত।

অতএব আমি যেমনটি বলেছি, এদিনগুলোতে আপনারা এর জন্য দোয়াও করুন এবং চেষ্টাও করুন। সবার নিজ সামর্থ অনুসারে এগুলো হতে অংশ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জলসার অনুষ্ঠানমালা শোনা আর এই উদ্দেশ্যে শোনার চেষ্টা করা উচিত যে, আমরা এসবকে কাজেও রূপায়িত করবো। এ সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"জলসায় যেসব কথা বলা হয় বা বক্তৃতা করা হয় সেগুলো সবার মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। গভীর মনোযোগ আর প্রণিধান সহ শোন, কেননা এটি ঈমানের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আলস্য, ঔদাসীন্য এবং অমনোযোগীতা ভয়াবহ পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। যারা ঈমানী বিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকে এবং যখন তাদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় তারা মনোযোগ দিয়ে তা শোনে না, সেসব বক্তার বক্তৃতা যত উন্নত মানেরই হোক বা যত কল্যাণকর ও কার্যকরী-ই হোক না কেন এমন লোকদের এতে কোন লাভ হয় না।"** মনোযোগ দিয়ে না শুনলে বক্তা যেভাবেই বলুক না কেন তাতে কোন লাভ হবে না। তিনি (আ.) বলেন, **"এরাই সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাদের কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না এবং হৃদয় আছে কিন্তু বোঝে না। অতএব স্মরণ রেখো, যা কিছু বলা হয় বা বর্ণনা করা হয় তা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনো কেননা যে মনোযোগ দিয়ে শোনে না সে যদি দীর্ঘকালও কোন কল্যাণকর ব্যক্তির সাহচর্যে থাকে এতে তার কোন লাভ হয় না।"**

অতএব সব অনুষ্ঠান মনোযোগ দিয়ে শুনুন আর এই উদ্দেশ্যে শুনুন যে, শুধু জ্ঞানগত ভাবেই আমরা এ কথাগুলো উপভোগ করবো না বরং এর ওপর আমলও করব। এগুলোকে নিজেদের ঈমান এবং বিশ্বাস দৃঢ় করার এবং কল্যাণ লাভের মাধ্যমে পরিণত করতে হবে। তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন, **"আমি এই কথাকে খুবই ঘৃণা করি যে মানুষ শুধু বক্তার ভাষাশৈলী ও ভাষণই দেখবে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"মুসলমানদের পশ্চাদপদতা, পতন ও লাঞ্ছনার কারণ হলো, মগজ বা মূল বিষয়কে দেখা হয় না। কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং আবরণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। বিষয়বস্তুর ওপর দৃষ্টি দেয়া হয় না, যে কথাগুলো বলা হয় তা নিয়ে ভাবা হয় না, সেগুলোর ওপর আমলের চেষ্টা করা হয় না বা কাজে রূপ দেয়ার চেষ্টা হয় না। শুধু এটি দেখা হয় যে, অমুক বক্তা খুবই ভাল বক্তৃতা দিয়েছেন বা অমুক ব্যক্তি এই ভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন।"** তিনি (আ.) বলেন, **"এসব কথা এমন যা বৃথা বা অর্থহীন এবং উদ্দেশ্য বিহীন।"** তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের নসীহত করেন যে, **"তোমরা এমন বৈঠকের শ্রোতা ও বক্তাদের মত হয়ো না বরং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি কর। যারা এ থেকে কল্যাণলাভের চেষ্টা করে না তাদের মতো হয়ো না। সার্বিকভাবে মুসলমানদের উন্নতির পরিবর্তে অবনতির কারণ এটিই, মজলিসে যাতায়াতকারীরা আন্তরিকতা নিয়ে আসে না। অনেক বড় বড় অধিবেশন বা বৈঠক বসে কিন্তু সেখানে আন্তরিকতা থাকে না। শুধু বাহ্যিক কথা-বার্তাই হয়।"** অতএব আমাদের প্রত্যেকের আন্তরিকতার সাথে এসব অনুষ্ঠান শোনার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত নতুবা এত টাকা পয়সা খরচ করে আপনাদের এখানে আসা আর জামাতেরও এই ব্যাপক আয়োজনের জন্য এত খরচ করা অর্থহীন।

অতএব আগত অতিথি ও জলসায় যোগদানকারী সবাই এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রাখুন আর সবচেয়ে বেশি এটি থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

এছাড়া প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ব্যবস্থাপনার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। ব্যবস্থাপনা আপনাদের সেবার পাশাপাশি আপনাদের কল্যাণের জন্যও নিয়োজিত। যদি পূর্ণ সহযোগিতা থাকে তবেই তারা সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। তা জলসাগাহে বসার সাথে সম্পর্কযুক্ত দিক-নির্দেশনাই হোক না কেন, পুরুষদের জন্য হোক বা মহিলাদের জন্য হোক বা সেসব মায়ের জন্য হোক যাদের সন্তান-সন্ততি রয়েছে, বা খাবার তাবুতে খাবারের সময় যাওয়া এবং এক শৃঙ্খলার অধীনে খাবার খাওয়ার নির্দেশ হোক— সেগুলো মেনে চলুন। কিন্তু খাদ্য পরিবেশনকারী কর্মকর্তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, অনেকে অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে বা অনেক সময় দেরীতে আসার কারণে এবং এমন অনেক মা যারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে আসেন তাদেরও কোন কারণে খাবারের জন্য নির্ধারিত সময়ের বাইরেও খাবারের প্রয়োজন হতে পারে বা তাবুতে যেতে হয় তাই সেখানে কোন না কোন ব্যবস্থা সব সময় থাকা উচিত কেননা; তখন বাজার বন্ধ থাকে। কিন্তু মোটের ওপর

অতিথিদেরও এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন জলসার সময় একথা খেয়াল রাখেন যে, তাকে জলসা থেকে উপকৃত বা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একথা মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কিছুটা অনুমতি রয়েছে তাই অকারণে সেখানে গিয়ে ব্যবস্থাপকদের বিরক্ত করা যেতে পারে। যেসব মায়েরা বাচ্চা নিয়ে আসেন তাদেরও চেষ্টা করা উচিত বাচ্চার খাওয়ার জন্য কিছু না কিছু সাথে নিয়ে আসা আর যদি খাওয়াতে হয় তাহলে আলাদাভাবে তাদের খাইয়ে দেয়া। আর তাদের জন্য পৃথক তাবুও রয়েছে। অনুরূপভাবে যারা ট্রাফিকের দায়িত্বে আছেন তাদের সাথেও পূর্ণ সহযোগিতা করুন। ট্রাফিকের কারণে অনেক সময় প্রোগ্রাম বিলম্বিত হয়ে যায়। যেখানে পার্কিং করতে বলা হয় নিজেদের গাড়ি সেখানেই পার্ক করুন। স্ক্যানিংয়ের ব্যবস্থাকে উন্নত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একটু সমস্যা হলেও সহ্য করুন এবং সেখানেও গেইট দিয়ে প্রবেশের সময় ব্যবস্থাপনার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। নিরাপত্তার জন্যও এটি আবশ্যক এবং আপনাদের সুবিধার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যেন সহজে গেইট অতিক্রম করতে পারেন। অনুরূপভাবে নিরাপত্তার সার্বিক যে ব্যবস্থা রয়েছে সে ক্ষেত্রেও পুরো সহযোগিতা করুন এবং নিজেরাও সতর্কতার সাথে সবার ওপর দৃষ্টি রাখুন কেননা এটিও আমাদের নিরাপত্তার কার্যকরী একটি মাধ্যম। আমাদেরও ডানে-বামে বা আশেপাশে দৃষ্টি রাখা উচিত। পৃথিবীর অবস্থা আজ এমনই আর জামাতের উন্নতির ফলে হিংসুকদের ষড়যন্ত্রও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর হিংসুকদের হিংসা এবং দুষ্টদের দুষ্কৃতি থেকে বাঁচার জন্য আমি যেমনটি পূর্বেই বলেছি, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে সকল অর্থে আশিসময় করুন। জলসার প্রোগ্রাম যা ছাপা হয়েছে তাও সবাইকে দেয়া হয়। তাতে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনাও লেখা থাকে তা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং তা মেনে চলুন।

নামাযের পর আমি কিছু গায়েবানা জানাযাও পড়াব। জলসার প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও বলেছেন যে, গত এক বছরে যেসব ভাইয়েরা ইহজগত থেকে চলে যান তাদের জন্যও এখানে মাগফিরাতের দোয়া করা হবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এখন আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যার একটি হলো আমাদের এক শহীদ যুবকের জানাযা আর অপরটি জামাতের একজন প্রবীণ সেবকের। আর তাদের সাথে এ বছর মৃতুবরণকারী অন্যদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সাধারণত মৃত্যুবরণকারীদের দোয়ায় স্মরণ রাখা হয় কিন্তু আজকে যেহেতু জানাযা হচ্ছে তাই এমন সব সদস্য যারা চলতি বছর পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন তাদেরকেও স্মরণ রাখবেন।

প্রথম জানাযা যেমনটি আমি বলেছি, একজন শহীদ জনাব ইকরামুল্লাহ্ সাহেবের যার পিতার নাম করিমুল্লাহ্ সাহেব। ডেরাগাজী খান জেলার তোনসা শরীফের অধিবাসী। সেখানে বিরোধীরা ২০১৫ সনের ১৯শে আগষ্ট মাগরিবের নামাযের পর তার মেডিকেল স্টোরে এসে গুলি

করে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার দিন ১৯শে আগষ্ট শহীদ মরহুম তার মেডিকেল স্টোরেই ছিলেন। দু'টি মটর সাইকেলে চারজন অস্ত্রধারী মেডিকেল স্টোরে এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। আক্রমন কারীরা যাওয়ার সময় ফাকা গুলিও ছুড়তে থাকে এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে আর বলতে থাকে যে, আমরা কাফিরকে হত্যা করেছি। শহীদ মরহুমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে এগারটি বুলেট আঘাত হানে। একটি গুলি চোখে লাগে এবং চোখের পিছন দিক দিয়ে তা বেরিয়ে যায় যার ফলে ঘটনা স্থলেই তিনি শাহাদত বরন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত তার দাদা সরদার ফয়যুল্লাহ্ খান সাহেবের বোন মোহতরমা সরদার বেগম সাহেবার মাধ্যমে এসেছে, তিনি প্রথমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে লিখিত বয়আত পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ১৯০৫ সনে তার স্বামীর সাথে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছেন। মোহতরমা সরদার বেগম সাহেবার বয়আতের কিছুকাল পর জনাব সরদার ফয়যুল্লাহ্ সাহেবও বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। জনাব সরদার ফয়যুল্লাহ্ সাহেব ডেরাগাজী খানের আমীরও হয়েছিলেন। দশ বছর পূর্বে তোনসার নিকটবর্তী একটি জায়গা থেকে তিনি তোনসায় স্থানান্তরিত হন। ইকরামুল্লাহ্ সাহেব ১৯৭৮ সনে ডেরাগাজী খান জেলার ঝাঙ্গি এলাকার কোরাখ মোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ মরহুম গ্রাজুয়েশন করেন এবং পড়াশুনা শেষ করার পর ডিসপেনসারীর কোর্স করেন এবং নয় বছর পূর্বে তোনসা শরীফে নিজের মেডিকেল স্টোর খুলেন। তিনি কিছুদিন চাকরীও করেছেন। ২০০৯ সনে তিনি বিয়ে করেন। অত্যন্ত ঈমানদার, নেক প্রকৃতির অধিকারী, ভদ্র এবং মিশুক একজন মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিক এক যুবক ছিলেন। একবার বন্যায় পুরো এলাকা প্রভাবিত হলে তিনি খুবই উল্লেখযোগ্য মানব সেবার তৌফিক পেয়েছেন। শহীদ মরহুম গরীবদেরকে প্রায় সময় বিনা মূল্যে ঔষধ দিতেন। খিদমতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি পিছনে থেকে খিদমত করতে পছন্দ করতেন। পিতামাতারও অনেক সেবা করতেন। শহীদ মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন আর শাহাদাতের সময় তোনসা শরীফের সেক্রেটারী উমুরে আমা হিসেবে কাজ করছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও তিনি জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

২০১৫ সনের ১১ই জুলাই তারিখে সেখানে অর্থাৎ তোনসা শরীফে কিছু মানুষ জামাতের মসজিদের ওপর আক্রমন করেছিল এবং এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই কেসেরও তদারকি করছিলেন। তাকে অনবরত হুমকি-ধমকী দেয়া হচ্ছিল। জামাতের বিরুদ্ধে এবং তার বিরুদ্ধেও বিরোধিতাপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছিল এবং জামাতের বিরুদ্ধে মানুষকে প্ররোচিত করা হচ্ছিল। কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এসবের

মোকাবিলা করছিলেন। সামাজিকভাবেও তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর এলাকায় খুব প্রভাব রাখতেন। তার স্ত্রী বলেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন যে, অনতিবিলম্বে চলে আসুন। শহীদ মরহুম শোক সন্তপ্ত পরিবারে ভাই-বোন ছাড়াও স্ত্রী রশীদা বেগম সাহেবা ও দু'জন সন্তান রেখে গেছেন যাদের এক জন মেয়ে আফিয়া মরিয়ম, যার বয়স চার বছর এবং পুত্র কাশিফ, যার বয়স দুই বছর। উভয় সন্তানই ওয়াক্‌ফে নও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা এই শহীদ ভাইয়ের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং সাহস দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মোকাররম মোহতরম প্রফেসর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব এমএ'র, তিনি ওকীলুত তসনীফ অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের ওকীল ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ১৪ই আগষ্ট ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শিক্ষা বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী তিনি ১৯১৭ সনের ১১ই ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই আহমদীয়াতের সাথে তার পরিচয় হয়। ছাত্র জীবনে বুখারার মুরুব্বী হযরত মৌলভী যহুর হোসেন সাহেবের ইসলামের প্রতিরক্ষায় একজন পন্ডিতের সাথে মুনাযিরার ফলে তার ওপর আহমদীয়াতের সুগভীর প্রভাব পড়ে। সরকারী কলেজ লাহোরে অধ্যয়নকালে মোহতরম কাজী মোহাম্মদ আসলাম সাহেব যিনি সেখানে প্রফেসর ছিলেন এবং দর্শন বিভাগের প্রধানও ছিলেন, তার ব্যক্তিত্ব এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী আর দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কারণে ১৯৪১ সনে যুবক বয়সে তার আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়। এরপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি জামাতের সেবায় রত ছিলেন। তিনি কেবল তার বংশেই নয় বরং নিজ গ্রামে একা আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি সেসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি সরকারী কলেজ লাহোর থেকে দর্শনে এমএ করেন। এরপর তিনি ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে ওয়াকফে যিন্দেগীর আবেদন পেশ করেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার আবেদনকে সদয় অনুমোদন দান করেন। এরপর তালীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ানে দর্শন শাস্ত্রের লেকচারার হিসেবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি প্রথমে লাহোরে এবং পরবর্তীতে রাবওয়ায় একই কলেজের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। এভাবে তিনি তালীমুল ইসলাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত হন। কলেজে তিনি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ইংরেজী পড়াতেন। ১৯৬৭ সনের জুন মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আফ্রিকা ও ইউরোপ সফরের সময়ও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি তখন তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ১৯৮৪ সনে তাকে জামেয়াতে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়, যেখানে তিনি ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে সেসময় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অনুবাদ করারও সৌভাগ্য অর্জন করেন।

যখন ওয়াক্‌ফে নও বিভাগে ওকালত ওয়াক্‌ফে নও প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ওয়াক্‌ফে নও বিভাগের প্রথম ওকীল নিযুক্ত করেন। এরপর ১৯৯৮ সনে অনুবাদের কাজ বেড়ে যাওয়ায় তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে ওকীলুত তসনীফ নিযুক্ত করা হয় এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জামাতের অনেক বই-পুস্তক উর্দূ থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে তিনি প্রায় ৭১ বছর জামাতের খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। দীর্ঘকাল তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট একাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ এর সদস্য ছিলেন, এটি অনেক বড় একটি সম্মান। তিনি উর্দূ সাহিত্যের বিষয়ে খুবই শৌখিন ছিলেন। উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষার উন্নত মানের কবি ছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যবস্থাপক ছিলেন। সহানুভূতিশীল শিক্ষক ছিলেন। উন্নতমানের একজন পর্যবেক্ষক ছিলেন। খিলাফতের প্রকৃত আনুগত্যকারী ছিলেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। লোকদেখানো ভাব থেকে মুক্ত, নম্র স্বভাব ও মিষ্টভাষী, মানবদরদী এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। আর এসব কথা এমন যে, এতে কোন অতিরঞ্জন নেই। ১৩ই আগষ্টেও তিনি অফিসে আসেন আর পুরো সময় দাপ্তরিক কাজ করার পর ঘরে ফিরে যান আর যেখানেই তার হার্ট এট্যাক হয়। তাৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় কিন্তু সুস্থ আর হতে পারেন নি এবং ১৩ ও ১৪ই আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে নিজ প্রভুর সাথে মিলিত হন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি এক ভাই আর দু'জন বোন রেখে গেছেন।

মোকাররম চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব ওকীলে আলা বলেন, আমি ছোট ছিলাম এবং কাদিয়ানে ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম তখন ফযলে ওমর হোস্টেলের ভিত্তি রাখার অনুষ্ঠান ছিল এবং এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ভিত্তি রাখার জন্য আগমন করবেন। যাহোক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সেখানে আসেন এবং হোস্টেলের চত্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। হামিদুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, হুযূর (রা.) বলেছিলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবও জলন্ধরের অধিবাসী অর্থাৎ সেই মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে খিলাফত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এই কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন যে, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবও জলন্ধরের অধিবাসী ছিলেন আর চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব যাকে এখন আমি হোস্টেলের ইনচার্জ নিযুক্ত করছি তিনিও জলন্ধরের অধিবাসী। তিনি (রা.) আরও বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবও আরাই জাতিভুক্ত ছিলেন আর চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবও আরাই জাতিভুক্ত। এরপর তিনি (রা.) চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব সম্পর্কে অনেক নেক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দোয়া এবং নেক আশাবাদের ফলেই চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এর চেয়ে বেশি হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) পুস্তক অনুবাদ করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি খুবই অত্যন্ত উন্নত মানের অনুবাদ করেন। অত্যন্ত গভীরে গিয়ে কোন শব্দ বা বাক্য এবং বিষয়কে পরিত্যাগ না করেই অনুবাদের যে মান সেই মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি।

এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব বলেন, ১৯৩৯ সনের জলসায় তিনি চুপিসারে অংশ গ্রহণ করেন। আর ১৯৪০ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। এটি ১৯৪১ হবে। তিনি আরও লিখেন, শুরু থেকেই তিনি খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,

এ্যায় জান হুসনে মুতলাক্ব এ্যায় হুসনে আসমানী এ্যায় মাসত্ রু মুহাব্বাত এ্যায় তেয রু জাওয়ানী
(অর্থাৎ হে পূর্ণ রূপের প্রাণ, হে ঐশী রূপের অধিকারী! হে মাতাল প্রেমের ধারা, হে দ্রুত ধাবমান যৌবন)

তিনি বলেন, তার এই মাতাল প্রেমের ধারা প্রত্যেক খিলাফতের সাথে এক মহাপ্লাবনের রূপ ধারণ করেছিল আর এতে কোন অত্যুক্তি নেই। তিনি বলেন, তাঁর সাথে যখনই দেখা হতো আর যত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই তার সাথে বৈঠক হোক না কেন তার সংস্পর্শে বসা ব্যক্তি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠতো আর প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করেছে।

মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ রিয়ায আহমদ ডোগর সাহেব বলেন, জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণের সময় তার শাগরেদ বা শিষ্য হওয়ার সম্মান লাভ করি। এমনিতে তো তিনি ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের শুধু ইংরেজীই নয় বরং ওয়াক্ফের গুরুত্ব, নৈতিকতা, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা, বুযুর্গদের সম্মান, ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এসব কিছু শিখানোরও পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, যখন আমি জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে রওয়ানা হই তখন জামেয়া থেকে বের হয়েই আমি দেখতে পাই যে, তিনি একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে কাছে ডাকেন এবং পাশে বসিয়ে বলেন, কি করছ, কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমার দু'টি কথা স্মরণ রাখবে, আর এটি প্রত্যেক মুবাল্লিগের জন্য প্রত্যেক মুরুব্বীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, তুমি কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছ। তিনি তাকে বলেন, অর্থাৎ চৌধুরী সাহেব ডোগর সাহেবকে বলেন, সেখানে তোমাকে কেউ জানে না। জামাতের সদস্যরা তোমার কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধি মনে করে আসবে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **'লা তাসআম মিনান নাস'** অর্থাৎ মানুষের প্রতি বিরক্ত হবে না। এমন হতে পারে যে, তুমি ক্লান্ত, হয়তো তোমার মাথা ব্যথা থাকবে, তোমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করবে কিন্তু কোন এক ব্যক্তির ঘুম আসছে না তাই সে তোমার কাছে চলে আসবে। তখন তার সামনেও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। অর্থাৎ তোমার যে অবস্থাই থাকুক না কেন তোমার কাছে যদি কেউ আসে তাহলে সে কোন না কোন কারণে বা কোন দুঃশ্চিন্তার কারণে বা যে কোন কারণেই আসুক তুমি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। এরপর তিনি বলেন, দ্বিতীয় কথা হিসেবে

এটি স্মরণ রাখবে যে, তুমি যখন বিভিন্ন জামাতে যাবে তখন অনেকে তোমার দুর্বলতা খুঁজে বের করবে। আর কেউ যদি দুর্বলতা বের করে তাহলে হাসিমুখে তা মেনে নিয়ে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবে। অনেকে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সমালোচনা করবে। তিনি বলেন, এটি খুবই বাজে কথা, এমন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেহেতু শোনা যায় তাই শুনে চুপ থাকবে এবং সহ্য করবে। এরপর আরো বলেন, কিন্তু কেউ যদি খিলাফত বা খলীফাতুল মসীহ্‌র ওপর আপত্তি করে তখন তোমার সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া চাই আর তখন কিছুতেই সহ্য করবে না। তিনি বলেন, আমার এ দু'টি কথা স্মরণ রাখবে ইনশাআল্লাহ্ কার্যক্ষেত্রে সব কাজ তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবের যখন এই মারাত্মক হার্ট এ্যাটাক হয় এবং তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় তখন পথিমধ্যে তার চেহারায় হাসি ছিল এবং অনবরত খোদা তা'লার প্রশংসায় রত ছিলেন। তিনি তাহের হার্ট ইন্সটিউট রাবওয়ায় ভর্তি হওয়া প্রথম রোগী ছিলেন। এটি যখন চালু হয় তখন তার পুরোনো হৃদরোগ ছিল। বেশ কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেছেন যার পর তিনি পুনরায় জামাতের সেবায় রত হতেন। সর্বদা দোয়া করতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দিন এবং সাহায্য করুন যা যুগ খলীফা আমার ওপর অর্পণ করেছেন। এটি বলার সময় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত আর চোখে অশ্রু চলে আসত। সর্বদা দোয়া করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার গুনাহ্ ক্ষমা করুন, আমার দুর্বলতা ক্ষমা করুন, সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন আর আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহ যেন আমি লাভ করি।

মুরুব্বী মোজাফ্‌ফর দুর্‌রানী সাহেব লিখেন, রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি সিক্ত কণ্ঠে আমাকে সালাম পৌঁছানোর জন্য বলেন। তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি তার ঐকান্তিক ও গভীর ভালোবাসা ছিল। যে খলীফাকেই স্মরণ করে কিছু বলতেন তখন গভীর ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলতে থাকতেন। যে খলীফারই উল্লেখ হতো তখন মনে হতো যেন তিনি সেই খলীফারই প্রেমিক। অথচ তিনি লিখেন যে, খাকসার তার সাথে কৃত সাক্ষাৎ এবং সংশ্লিষ্টতার ফলে বলছি যে, তিনি খিলাফতের একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিক ছিলেন এবং সব খলীফার প্রতিই তার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম আর এটিই একজন প্রকৃত মু'মিন এবং প্রকৃত আহমদীর বৈশিষ্ট্য।

প্রফেসর সানাউল্লাহ্ সাহেব বলেন, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব আহমদীয়া খিলাফতের এক জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল খিলাফতের জন্য আত্মোৎসর্গকারী হওয়া এবং যার গর্ব ছিল এই পঙক্তি যে, **'কারে না কারে উওহ তুমহে কাতাল মুযতার, ঝুকা দেনা তুম আপনা সার ইহতিয়াতান'** (অর্থাৎ হে বিভ্রান্ত সে তোমাকে হত্যা করুক বা না করুক, তুমি সতর্কতা স্বরূপ নিজ মস্তক ঝুঁকিয়ে দিও)।

মুবারক সিদ্দীকি সাহেব বলেন, একবার আমি তার কাছে উপস্থিত হই। দু'তিন বার আমার এই সুযোগ হয়েছিল আর তাকে বলি যে, 'ইন্তেখাবে সুখান' অনুষ্ঠানে আপনার অমুক অমুক নযমের জন্য মানুষ খুব অনুরোধ পাঠায়। একথা শুনে তিনি বলেন, এতে আমার লেখার কোন কৃতিত্ব নেই, এসব খিলাফতেরই আশিস। আমি তো কেবল আহমদীদের হৃদয়ের কথা ভাষায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি, তাই মানুষের তা ভাল লাগে।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি দয়া এবং ক্ষমাসূলভ ব্যবহার করুন এবং তার মত নিষ্ঠবান ও বিশ্বস্ত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সর্বদা দান করতে থাকুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।